ব্রাকসু নির্বাচন

মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে ‘লাপাত্তা’ নির্বাচন কমিশন

রংপুর প্রতিনিধি
০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮:২৮ পিএম

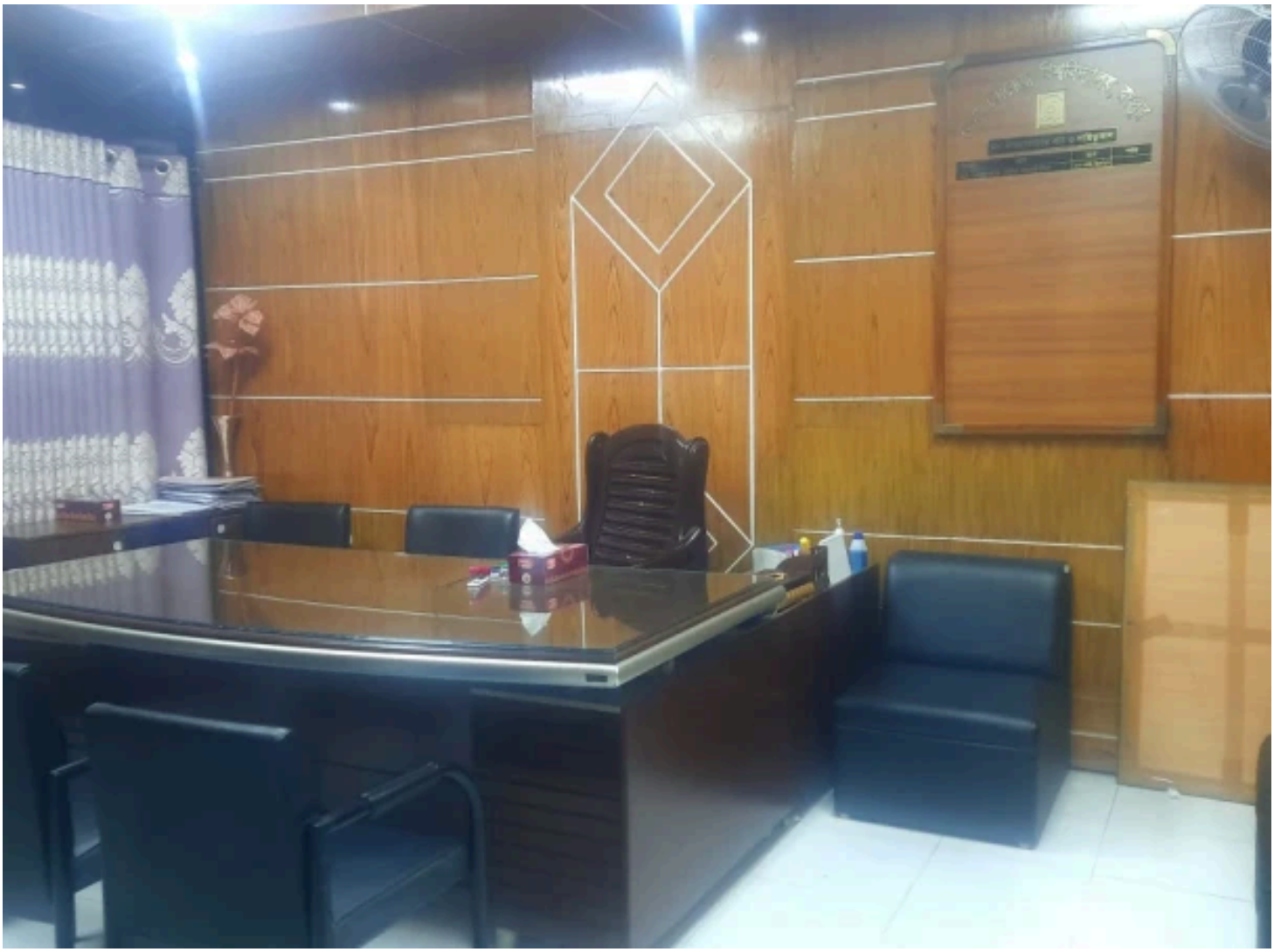

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন জমাদানের শেষ দিনেও নির্বাচন কমিশনের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) তফসিলে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়ন জমা নেওয়ার কথা থাকলেও সকাল থেকেই নির্বাচন কমিশন কার্যালয় বন্ধ ছিল। এতে শেষ মুহূর্তে মনোনয়ন জমা দিতে আসা প্রার্থীরা চরম ভোগান্তি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন।

সকাল থেকে কমিশনের কার্যালয়ের সামনে ভিড় করেন বিভিন্ন পদপ্রত্যাশী ও তাদের সমর্থকরা। কিন্তু বেলা বাড়লেও কোনো কমিশনারের উপস্থিতি না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ এটি পরিকল্পিত অবহেলা, যা পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে কমিশনের অনুপস্থিতি নির্বাচনকে নির্বিঘ্ন করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতার নগ্ন উদাহরণ। এতে নির্বাচন নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে প্রার্থীদের মধ্যে।

মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসা প্রার্থী মো. শিবলী সাদিক বলেন, ‘মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত শেষ দিনে সকাল থেকে কার্যালয়ে এসেছি। কিন্তু এখানে এসে দেখি নির্বাচন কমিশনের কেউ নেই। মনোনয়ন জমার শেষ দিনে কমিশনের অনুপস্থিতি একটি বড় প্রশাসনিক ব্যর্থতা। এতে পুরো নির্বাচনী কাঠামো দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।’

ভিপি পদপ্রার্থী আহমাদুল হক আলবীর বলেন, ‘মনোনয়ন জমা দিতে এসে দেখি অফিসই বন্ধ। আজ শেষ দিন জানার পরও সকাল থেকেই আমরা এখানে বসে আছি। কিন্তু কমিশনের কেউ নেই। এতে আমাদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. শওকাত আলী বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনার মনোনয়নপত্র জমা নিচ্ছেন না বা নির্বাচন কমিশনার কার্যালয়ে কেন নেই–এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। এই বিষয়ে আপনারা নির্বাচন কমিশনারদের জিজ্ঞেস করলে সঠিক তথ্য পাবেন।’

তবে এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের একাধিক সদস্যদের ফোন দেওয়া হলেও তাদের কাউকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

মনোনয়ন জমাদানের শেষ দিনে নির্বাচন কমিশনের এ রহস্যজনক অনুপস্থিতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে। অনেকেই মনে করছেন, এমন আচরণ সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশকে সংকটের মুখে ফেলে দিতে পারে।

প্রসঙ্গত, গত ৩ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন থেকে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ৯ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র বিতরণ ও দাখিল (ডোপ টেস্টের রিপোর্টসহ), ১০ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ১১ ডিসেম্বর প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, এবং ২৪ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।